



## পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের এক অনন্য পন্থা ভৌগোলিক ও মানুষের আর্থসামাজিক পরিমণ্ডল : একটি আলোচনা

সরোজ সেনাপতি

অধ্যাপক, অনূর্ণা মেমোরিয়াল কলেজ অফ এডুকেশন

### সারাংশ :

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি হল ভিত্তি আর শিল্প ভবিষ্যৎ। জলবায়ুর উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে মানুষের জীবন জীবিকা। আর্থিক উন্নয়ন ব্যক্তি থেকে সমাজের উন্নয়ন ধাবিত। সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার শিক্ষা। শিক্ষার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ হয় শিক্ষার মৌলিক উপাদান পাঠ্যক্রমের দ্বারা। ভবিষ্যতের নাগরিক শিশুকে শিক্ষা জীবন বিকাশের প্রক্রিয়ায় পৌঁছে দেয়। বিদ্যালয়ের ঘড়ি হল টাইমটেবিল তেমনি পাঠ্যক্রম হলো শিক্ষার ঘড়ি। শিশুর প্রয়োজনে সমাজের প্রয়োজনে দরকার আমাদের শিক্ষা। শিক্ষা চিন্তার ধারাবাহিক বিবর্তন যুগ যুগ হতে। প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত শিক্ষার ক্রম পরিবর্তন একমুখী নয় হয়েছে ভিন্নমুখী। ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা থেকে শুরু করে গুরুচাক্য বেদবাক্য। অন্যত্র ICT এর সময়ে প্রযুক্তি নির্ভর ভাবনায় শিক্ষা চিন্তা পরিবর্তিত হচ্ছে। পাঠ্যক্রম কেন্দ্রিক ভাবনার ক্ষেত্রে নানাবিধ দিক থাকে। পাঠ্যক্রমের নীতি নির্ধারণ। স্বাভাবিক গতি প্রকৃতি বিভাজন, আশ্রয়স্থান, নিয়ন্ত্রণ সবকিছু সমকালীন পরিমণ্ডল কেন্দ্রিক ভাবনার অনুষঙ্গ। সমাজের আর্থিক উন্নয়ন হলে পারিবারিক উন্নয়নের সাথে সাথে শিশুর মেধাগত উন্নয়ন ও সমানতালে চলে। সময়ের বিবর্তনের বুদ্ধাঙ্কের ও পরিবর্তন লক্ষণীয়। কৃষিকাজ কিংবা জলবায়ুগত কারণে শিশুর দৈহিক ক্ষমতার পাশাপাশি লড়াই মানসিকতার জন্ম দেয়। প্রাসঙ্গিকভাবে তখন প্রয়োজন হয় নতুন কিছু উদ্ভাবনমূলক চিন্তা যা তার জীবনের পরিপন্থী হিসেবে কাজ করবে। পাঠ্যক্রম ক্রম উন্নয়ন শিশুকে পাঠ্যমুখী করার সোপান। পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে সার্বিক বিকাশ ও হয়। যে পাঠ্যক্রমে আমরা নির্ভর করছে সেই পাঠ্যক্রম কাকে নির্ভর করছে? মানুষের রচচির উপর খাদ্য নির্ভর করে, মানুষ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখে। নিজশিক্ষা চিন্তা দ্বারাই মানুষের দর্শন কাজ করে। ফলত পাঠ্যক্রম সমকালীন পরিমণ্ডল দ্বারাই তার ভীত প্রশস্ত করে। দার্শনিক ভাবনা ও চিন্তায় একান্ত প্রাপ্ত হয়ে বলতে হয় ভিত্তি ভূমি সমাজ আর গঠনশৈলী মানুষের আচরণ। সুতরাং মানুষের স্বাভাবিক জীবন ছন্দের সাথে তাল মিলিয়েই একটি পাঠ্যক্রম তৈরি হয়।

মূল শব্দ : পাঠ্যক্রম, কৃষিকাজ, হাতিয়ার, উদ্ভাবন, জলবায়ু।

## ভূমিকা :

শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দৌড়ের পথ হল পাঠ্যক্রম। পাঠ্যক্রমকে অবলম্বন করে শিক্ষক প্রথাগত শিক্ষার নব নব ভিত্তি প্রশস্ত করে। শিক্ষার্থীর মৌলিক চাহিদা, বুদ্ধাঙ্ক, সমসাময়িক সমাজ, অর্থনীতি, পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে পাঠ্যক্রম এক গতি পায়। জলবায়ু ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে আলাদা আলাদা রূপ পায়। ভূ-প্রাকৃতির উপর মানুষের জীবনশৈলী অনেকখানি নির্ভর করে। আবার সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর মানুষের জীবন যাপন বেঁচে থাকার মত দিক ও প্রতিষ্ঠা পায়। ফলত উক্ত দিকগুলির বর্তমান শিক্ষা জগতের মানুষের কাছে একক একক রসদ হিসাবে কাজ করে। পাঠ্যক্রমের অভ্যন্তরে পাঠ্যসূচি আবার পাঠ্যসূচী পাঠের ক্রমের দ্বারা সীমাবদ্ধ। পাঠ্যক্রম যেভাবে গতি মুখ পাক না কেন তা শিক্ষার্থীর কথা মাথায় রেখে তা এগিয়ে চলে। জীবনযাপন, মানুষের ইচ্ছা সামাজিক চাহিদা, নির্ভরশীলতা, অর্থনীতি কোন কোন দিকের উপর নির্ভর করছে পাশাপাশি শিক্ষার্থীর চাহিদা ও বুদ্ধাঙ্ক উক্ত দিকগুলির পাঠ্যক্রম প্রণয়ন বা পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষা চিন্তার বিবর্তন হয়েছে যুগোপযোগী দর্শনের দ্বারা। আবার অর্থনীতি বৈজ্ঞানিক চেতনা মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী ভাবধারা গড়ে তোলার কারণে সমাজ শিক্ষার মধ্যে এক স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও রক্ষা করছে। সুতরাং তপোবন শিক্ষা বা বর্তমান শিক্ষাই গতি সময়োপযোগী ধ্যান ধারণার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

## আলোচনা :

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে একক মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা মাত্র। মানুষ সমাজের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে এবং তাকে সমাজের মধ্যে বসবাস করে জীবন যাপন অতিবাহিত করতে হয়। এই দিকে থেকে বলতে হয় সমাজ পরিবেশই হল তার জীবন যাপনের স্থান। সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করায় হলো শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। প্রথাগত শিক্ষার ভিত্তি তৈরি হয় এই সমাজ পরিবেশেই। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তি মানুষের উন্নতি করা পাশাপাশি সমাজের উন্নতি সাধন। শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তি যাতে সহজভাবে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করতে পারে এবং সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারে। মূলত অভিযোজন পরিবর্তন এবং উৎপাদনশীল এই ত্রিবেণীর বন্ধন শিক্ষার মৌলিক পস্থা। মূলত পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে উক্ত দিকগুলোর কথা মাথায় রেখে পাঠ্যক্রম রূপ পায়। পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে শিশু কেন্দ্রিকতার নীতি ও সমাজ কেন্দ্রিকতার নীতি দুটি ক্ষেত্রে একই স্থানে বিচার করলে জীবন কেন্দ্রিক শিক্ষার একটি আদর্শ পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামাজিক চাহিদার সমন্বয় হতে পারে।

পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে কোন সৃজনমূলক ভাবনা কাজ করে। যার অন্তরে থাকে কোন না কোন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। দার্শনিক ফিচে (Fichte) বলেছিলেন - “The art of education will never attain complete clearness in itself without philosophy” মূলত কোনো সৃজন মূলক কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তির জীবন দর্শন কাজ করে। যা কর্মের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। পাঠ্যক্রম রচনা ক্ষেত্রে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী চলমান স্রোত থাকলেও অভ্যন্তরে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। ভাববাদী দর্শন অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য মূলত বস্তুধর্মী যার অন্তরে আছে জীবনের লক্ষ্য আত্ম উপলব্ধি। অপরদিকে প্রকৃতিবাদী ভাবধারা অনুযায়ী প্রত্যেক শিশুরই তার নিজস্ব ক্ষমতা ও মানসিক বৈশিষ্ট্য গুলির পরিপ্রেক্ষিতে নিজের শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম রচনা করার অধিকার থাকা উচিত। মূলত এক্ষেত্রে বিশ্ব প্রকৃতির কাছ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করার ইঙ্গিত থাকে। কোথাও জ্ঞান ভক্তি কর্মের মতো দিক আবার প্রকৃতিরকোলে বেড়ে ওঠে আত্ম উপলব্ধির ভাবনা। সবমিলিয়েই পাঠ্যক্রম রচনায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দৌড়ের পথ হল পাঠ্যক্রম। উক্ত পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম প্রণেতাগণ দুটি দিককে বিশেষভাবে মর্যাদা দেন, প্রথমত পাঠ্যক্রম উপাদান নির্বাচন নীতি আর অন্যটি হলো উপাদান গুলির বিন্যাসের নীতি উক্ত দুটি ক্ষেত্রে ছাড়াও ব্যবহারিক দিক থেকেই যায়। তবে সার্বিকভাবে শিক্ষার লক্ষ্য ভিত্তিক নীতি শিক্ষার্থীর উপর বেশি করে প্রাধান্য দিতে গিয়ে শিশু কেন্দ্রিকতার নীতি

বিশেষ করে প্রভাব ফেলে। আর এখান থেকেই বর্তমান পরিবেশের মধ্যে পাঠ্যক্রমের সীমানা। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সময়ের সাথে সাথে বলা হয়েছে একক মানুষের

অস্তিত্ব কল্পনা মাত্র। মানুষের জীবন অতিবাহিত করার স্থানই হলো সমাজ পরিবেশ। ফলত আধুনিক সময়ে সমাজ প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। অভিযোজন, উৎপাদনশীলতা সমস্ত দিক শিক্ষা পূরণে ব্যর্থ হলে প্রথাগত শিক্ষার থেকে শিক্ষার্থীরা তা পেয়ে থাকে।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিকাজ কে নির্ভর করে মানুষের জীবনের নানাবিধ পস্থা কাজ করেছে। প্রায় ৯০% মানুষ কৃষির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মানুষ কৃষিকাজের রসদ পায়। একদিকে কৃষিভিত্তিক জীবন, কৃষি অর্থনীতি যা শিক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দুকে প্রভাবিত করেছে। পাঠ্যক্রমের প্রধান কাজ হল শিক্ষার লক্ষ্যকে চরিতার্থ করা। অর্থাৎ পাঠ্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর কথা যেমন মাথায় রাখা হয় পাশাপাশি সমকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষত ঋতুচক্রের উৎপাদিত ফসল, যার সাথে জলবায়ু সম্পর্কযুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় তুন্দা অঞ্চল সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হবে। উক্ত অঞ্চল সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা যেমন ধারণা পাবে পাশাপাশি উক্ত অঞ্চলের জলবায়ু, উৎপন্ন ফসল, মানুষের জীবন যাত্রার খুঁটিনাটি তথ্য শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করবে। মূলত এসব ভৌগোলিক সীমারেখা কেন্দ্রিক অনুষণে বিষয়টি প্রতীক্ষা পাবে। শিশুকেন্দ্রিকতা প্রসঙ্গে এসে যায় জৈব মানসিকতার প্রসঙ্গ পাশাপাশি সামাজিক চাহিদা ও উক্ত দুটি ক্ষেত্র শিক্ষার্থীর যে ভূপ্রকৃতির উপর বসবাস করে পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব ফেলে। পাহাড়ি পথ আর সমতলভূমি এক নয়। আঞ্চলিক ধ্যান-ধারণা সাহিত্যের প্রকরণ সমস্ত দিকের ও পার্থক্য থাকে। অন্যত্র আবার দেখা যায় পাঠ্যক্রমের মূলমন্ত্র এক অথচ প্রেক্ষিত কেন্দ্রিকতার সূচি ও অনেক সময় আলাদা আলাদা হয়ে যায়। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার বিশেষণ করলে দেখা যায় মানুষের সাথে ভৌগোলিক পরিমণ্ডল অনেক পরিবর্তন। বর্ষাকালে বৃষ্টি নেই আবার গ্রীষ্মকালের তপ্তদাবদাহ মানুষকে এক কোনায় অবস্থান করছে। ফলত এই প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে শিক্ষার্থীদের পাঠিত পাঠ্যসূচি কিছু কিছু ক্ষেত্রে পূর্ব সময়ের মতো এখন আর নেই। খাদ্য, পানীয়, জলবায়ু, জীবনশৈলী বৈজ্ঞানিক চেতনা যেমন বিবর্তিত ঠিক এর সাথে সমতা বিধান করে পাঠ্যক্রম ও নবতম গতি মুখ পাচ্ছে। মরচ্ছূমির মাঝে যে মরচ্ছয়ন এর সৌন্দর্য তা আর নতুন করে বলার মত নয়। ফলে **ঐ উট চল চল ঐ পথ ধর** এই পংক্তিটি নেই। ৪৫ ডিগ্রী তাপমাত্রায় মানুষের মধ্যে মরচ্ছূমির বৈচিত্র্য কে নতুন করে আর প্রকাশ করার মতো নয়।

শিক্ষার তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য এবং বিশেষ ধর্মীয় উদ্দেশ্য যেই বিষয়েই কথা বলি না কেন প্রতিক্ষেত্রেই যুক্তিযুক্ত, দৈহিক বিকাশ, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক রীতি-নীতির, জ্ঞান বৃদ্ধি, কর্ম সম্পাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি সহ কর্মময় জগতে উত্তীর্ণ করাই হল শিক্ষার মৌলিক দিক। এদিকে পাঠ্যক্রমের জন্য উপাদান নির্বাচন করা অন্যদিকে উপাদানের মধ্যে কোন কোন দিক গুলি থাকবে, অন্যত্র আবার দেখা যাচ্ছে উক্ত দিক গুলি কোন কোন পরিস্থিতির জন্য থাকবে। আসলে শিশুর বিকাশ বা শিক্ষা চিন্তার প্রধান ক্ষেত্র হলো পরিস্থিতি ও পরিবেশ। এ পর্বে আলোচিত দিক হলো সামাজিক প্রেক্ষাপট ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল। আসলে কোন সামাজিক স্থিতিশীলতার উপর শিশু অবস্থান করছে। যেখান থেকে তার প্রাপ্তজ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ হবে। প্রথাগত উক্ত পরিস্থিতি তাকে খাঁটি সোনা তৈরি করবে। যদি পরিমণ্ডল ঠিকঠাক হয় তাহলে শিশুর জ্ঞানপিপাসুমন পরিপূর্ণতা পাবে। পরস্পরের মধ্যে সহবাসস্থান, পৃথক পৃথক পরিবারের উদ্ভাবন, অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা মানুষকে সতত এগিয়ে দেয়। সুতরাং শিক্ষা নামক যে সামাজিক মেরুদণ্ড আছে তার অস্থিসম পাঠ্যক্রম তাকে ইন্ধন দেয়। ফলত দুটি ক্ষেত্রের উপর এর প্রভাব থাকে। শিক্ষার চরমতম লক্ষ্য, শিক্ষার তাৎক্ষণিক লক্ষ্যকে বাস্তবায়নে পাঠ্যক্রমের উপাদান বিশেষভাবে কারিগরি পস্থা। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত, কর্মশিক্ষা, সাহিত্য যেকোনো বিদ্যার দ্বারাই শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশ কথা বলি না কেন সমস্ত ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক পরিমণ্ডল বিশেষভাবে কার্যকরী দিক। বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব গাণিতিক সত্য যখন শিক্ষার্থী উপলব্ধি করবে বা প্রামাণ্য সত্যতায় উপনীত হবে তখন বুদ্ধ্যাক্ষের মাত্রা স্বাভাবিক। খাদ্য ভাব, দক্ষতার অভাব একে অপরের সাথে সমতা বিধান করে। মূলত আর্থিক স্বচ্ছলতা মানুষকে বৌদ্ধিক চেতনায় উন্নীত করে। যদি কোন দেশের

অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি না থাকে অথবা সামাজিক মর্যাদার অভাব দেখা যায় তাহলে শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক বিকাশের পথ ব্যাহত হয়। ফলত পাঠ্যক্রম উক্ত দিকের উপর বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে।

নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রথাগত শিক্ষার পাঠ্যক্রম পরিবর্তিত হয়। শিক্ষার্থীর গুণগতমান সামাজিক উন্নয়ন সময়োচিত ভাবনার অনুসঙ্গে শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়নই হল পাঠ্যক্রমের পরিবর্তনের চাবি কাঠি। পাঠ্যক্রমের মুখ্য কার্যাবলী মূলত দুটি ক্ষেত্রে বিবেচনা হয় প্রথমত দৈহিক কার্যাবলী অন্যটি আধ্যাত্মিককার্যাবলী, বৌদ্ধিকত নৈতিক, নান্দনিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষিতে বিচার হয় আধ্যাত্মিক কার্যাবলী, অন্যদিকে দৈহিক সামর্থের দক্ষতা মূলক কার্যাবলী দৈহিক বিকাশের পথকেই সূচিত করে উক্ত দুটি ক্ষেত্র সমকালীন পরিবেশ থেকেই সঞ্জাত এক্ষেত্রে আর্থসামাজিক পরিমণ্ডল এবং মানুষের সাংস্কৃতি প্রাধান্য লাভ করেছে। শিক্ষার্থীর বিকাশ তখনই সম্ভব যখন সমস্ত পরিমণ্ডল স্বাভাবিক এবং বিকাশ ও সেই দিকে এগিয়ে চলে পরিস্থিতি যেমন হয়। পাহাড়ি ভূমিতে শিক্ষার্থীর কর্মকেন্দ্রিক বিষয় যেভাবে দক্ষতার সহিত এগিয়ে চলে সমতল ভূমিতে তা সমান নয়। আবার বুদ্ধ্যাক্ষের দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তিমুখী কোর্স প্রাধান্য লাভ করে সেখানে সেই ভাবে থাকে না বিজ্ঞান কিংবা গাণিতিক বিষয়।

সুতরাং পাঠ্যক্রম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সব ক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থা ও আর্থিক পরিমণ্ডল বিশেষভাবে ভূমিকা নেয়। গড় তথ্য সংগ্রহ করে অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষার্থীর পরিবর্তন সমাজের উপর বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে আবার পরিবর্তিত সমাজে শিক্ষার্থীরা ও গভীরভাবে মানসিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। ফলত উক্ত শিক্ষার্থীর উপর পাঠ্যক্রমের নব নব ভাবধারা প্রভাব ফেলেছে জলবায়ু পরিবর্তনে মানসিকতার পরিবর্তন আবার শিক্ষার চেতনা মানুষের কে নতুন চিন্তাধারার পর্যবসিত করেছে। ফলত প্রয়োজন হয়েছে নতুন নতুন পাঠ্যক্রমের।

কর্মচিন্তা অভিজ্ঞতা অথবা কেন্দ্রীয় ভাবনায় প্রবর্তিত হয় মূলত শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়ন প্রধান অবলম্বিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায় অন্যদিকে আর্থিক উন্নয়ন ও মানুষকে বহি বিশ্বের দেশের সাথে সংযোগ স্থাপন করায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও বিশ্বায়ন কেন্দ্রিক ভাবনায় মানুষ যখনই আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপন করেছে তখনই মানুষের কাছে প্রয়োজন হয়েছে নতুন নতুন পাঠ্যক্রম। মূলত এক্ষেত্রে একটি বিষয় প্রধান হয়ে দাঁড়ায় একদিকে সামাজিক উন্নয়নের সাথে শিক্ষার্থীর উন্নয়নের কথা ভেবে পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন আর আর্থসামাজিক পরিমণ্ডল ও ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যে বিবর্তন তার সাথে সংগত বিধান করে পাঠ্যক্রম আনায়ন। আসলে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে পাঠ্যক্রম প্রবর্তন যেখানে কাল গত সীমা অতিক্রম করে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের জন্যই সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার কিংবা ভাবি সদস্য পরিবারের সবার কথা মাথায় রেখে সময় ও পরিবেশ পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করতে শেখায়।

পরিশেষে একথা প্রতিয়মান হয় যে পাঠ্যক্রম শিশুর বিকাশের পথে এক সুচারু পথ। উক্ত পথ নির্দিষ্ট কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে উন্মুক্ত হয়। বিশেষত সামাজিক পরিমণ্ডল ও ভূপ্রকৃতি সহ জলবায়ুর উপর বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে। শিক্ষার কেন্দ্র বিন্দুতে যে শিক্ষার্থী তার কথা মাথায় রেখে নীতি নির্ধারণ হয়। আবার শিশু তার পরিবেশের উপর ও সতত ক্রিয়াশীল, ফলে পাঠ্যক্রম বিপরীতমুখী বিষয়ের সাথে যুক্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর চাহিদা এরিয়া ভিত্তিক। শিক্ষার্থীর রচনা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে একই রকম। ভাষাগত বিকাশ ও সমানতালে চলছে পরিবেশের সাথে। ফলে পাঠ্যক্রম যখনই পরিবর্তন হয় শিক্ষার্থীর কথা মাথায় রেখে উক্ত দিকগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এসে যায়।

খাদ্য, পানীয়, পোশাক, পরিচ্ছদ কিংবা সার্বিক বিকাশ শিশুর সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। শিল্পী, সাহিত্যিক বা পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি পরিবর্তিত হচ্ছে যুগোপযোগী। তাই সমস্ত বিষয় মাথায় রেখে পাঠ্যক্রম পরিবর্তিত হচ্ছে তবে সময়ের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর কথা মাথায় রেখে পরিবর্তিত হলেও সমকালীন প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ এক্ষেত্রে ইন্ধন যুগিয়ে চলছে একথা মানতে হবে।

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:**

রায়.সুশীল, শিক্ষা তত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন (১৩৮৮), সোমা বুক এজেন্সী, কলিকাতা - ৭০০০০৯

পাল.দেবশীষ, ধর.দেবশীষ, দাস.মধুমিতা, ব্যানার্জী.পারমিতা, শিক্ষার ভিত্তি ও বিকাশ (২০০৪), রীতা বুক এজেন্সী, কলিকাতা - ৭০০০৭৩

চ্যাটার্জী.মিহির কুমার, চক্রবর্তী.ডঃ কবিতা, জ্ঞান ও পাঠ্যক্রম তত্ত্ব ও প্রয়োগ (২০১৬-১৭), রীতা বুক এজেন্সী কলিকাতা - ৭০০০০৯

ইসলাম, নুরুল, পাঠ্যক্রম চর্চা ও ব্যবহারিক শিক্ষা বিজ্ঞান (২০১০), শোভা, কলিকাতা - ৭০০০০৯

ভক্তা.ভক্তিভূষণ, ভক্তা.চন্দন, প্রসঙ্গ শিক্ষা তত্ত্ব (২০০৯), অ আ ক খ প্রকাশনী, পূর্ব মেদিনীপুর

**Citation:** সেনাপতি, স. (২০২৪) “পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের এক অনন্য পন্থা ভৌগোলিক ও মানুষের আর্থসামাজিক পরিমণ্ডল : একটি আলোচনা”  
*Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-4 May-2024.